যুগান্তর

তারিখ 30 APR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

তদন্তে অগ্রগতি নেই

বাগমারা থেকে বাবাসহ কলেজছাত্র আটক

রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যা মামলায় তার গ্রামের বাড়ি বাগমারা থেকে এক কলেজছাত্র ও তার বাবাকে আটক করেছে আইনশৃংখলা বাহিনী। উপজেলার শ্রীপুর এলাকা থেকে শুক্রবার ভোররাতে তাদের আটক করা হয়। তারা হলেন— বাগমারা কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আরিফুল ইসলাম ও তার বাবা বাগমারা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুল হাকিম (৬৩)। এদিকে অধ্যাপক রেজাউল হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে টানা সপ্তম দিনের মতো কর্মসূচি পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

রাবি অধ্যাপক রেজাউল হত্যা

শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে কমিশনার মো. শামসুদ্দিন বাগমারা থেকে দু'জনকে আটকের কথা স্বীকার করে বলেন, রিমান্ডে থাকা শিবির নেতা হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে এখনও কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও রাজশাহী মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক রেজাউস সাদিক জানান, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গ্রামের বিরোধকে প্রাধান্য দিয়ে তারা তদন্ত চালাচ্ছেন।

বাগমারায় আটক আবদুল হাকিমের ছোট ভাই ইসাহাক আলী সাংবাদিকদের জানান, ভোররাতে তার ভাই (আবদুল হাকিম) ফজরের নামাজ পড়ার জন্য বাড়ির পাশের মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ১৫-১৬ জনের একদল লোক বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা আবদুল হাকিম ও তার ছোট ছেলে আরিফুল ইসলামকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় তারা বাড়ির সবার মুঠোফোনও জব্দ করে নিয়ে গেছে। পরিবারের সদস্যরা জানান, আবদুল হাকিমের বড় ছেলে শরিফুল ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বাগমারা থেকে বাবাসহ কলেজছাত্র আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম (২৫) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। তবে দেড় বছর ধরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। তার কোনো খোঁজও জানে না পরিবার। বিশ্ববিদ্যালয়েও যান না তিনি। এ কারণে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারেননি শরিফুল।

ছুটির দিনেও মোম প্রজ্বালনে বিচার দাবি : শুক্রবার ছুটির দিনেও শহীদুল্লাহ কলাভবনে যাওয়ার রাস্তায় মোমবাতি প্রজ্বালন করে শিক্ষার্থীরা। প্যারিস রোড হয়ে এ রাস্তা ধরেই প্রতিদিন নিজ বিভাগে যাতায়াত করতেন ড. রেজাউল। শিক্ষার্থীদের চাওয়া একটাই, সব অন্ধকার দূর হয়ে প্রিয় শিক্ষকের হত্যা মামলার তদন্ত ও বিচার দ্রুত আলোর মুখ দেখবে। বিকাল থেকে শিক্ষার্থীরা 'মুকুল প্রতিবাদ ও সংহতি মঞ্চ' জড়ো হতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মোমবাতি হাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায় দুই মিনিট নীরবতা পালন করে তারা।

শিক্ষার্থীরা আজ ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। এর মধ্যে রয়েছে সকাল ১০টায় মৌন মিছিল, বেলা ১১টায় শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন ও সমাবেশে সংহতি, ১২টায় শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যে কালো কাপড় বাঁধা এবং সাড়ে ১২টা থেকে সংহতি মঞ্চে ছাত্র সমাবেশ।

২৩ এপ্রিল সকালে নগরীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাসার কাছে অধ্যাপক রেজাউল করিমকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ওইদিনই নিহতের ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ আসামির নাম না উল্লেখ করে বোয়ালিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ওই শিক্ষকের গ্রামের বাড়ি বাগমারা দরগামাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম রায়হান আলী ও নগরীর ললিতাহার এলাকার শিবিরকর্মী খায়রুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার আদালতে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। সোমবার তাদের রিমান্ড শুনানি হওয়ার কথা।